যীশুর পুনরুত্থানের বর্ণনা

(Description of Resurrection of Jesus)

মথি ২৮:১-১৫ পদ

যীশুর পুরুত্থানের বিবরণ আমরা মথি, মার্ক, লূক ও যোহন- ৪টি সুসমাচারেই পাই। বিভিন্ন মানুষের দ্বারা তারা লিপিবদ্ধ হওয়ায়, তাদের বিবরণে কিছু পার্থক্য আমরা দেখতে পাই। এটাই স্বাভাবিক। যীশুর পুনরুত্থানের পরের দিন যে তারা সংবাদপত্রে ছাপাবার জন্য বা দূরদর্শনে প্রতিবেদন দেবার জন্য তা লিপিবদ্ধ করেছে, তা নয়। যীশুর পুনরুত্থান, স্বর্গারোহন ও পবিত্র আত্মার অবতরণের পর, পবিত্র আত্মা তাদের যীশুর পুনরুত্থান ঘটনার যে সমস্ত বিষয় স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন (যোহন ১৪:২৬; ১৫:২৬; ১৬:১৩-১৪), তারা কেবল সেগুলিই লিপিবদ্ধ করেছে। আজ আমরা ৪টি সুসমাচারে যীশুর পুনরুত্থান সম্বন্ধে যে সমস্ত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, সেগুলিকে সাজিয়ে সেইদিনের ঘটনার সম্পূর্ণ ছবিটা দেখতে চেষ্টা করব।

যীশুর মৃত্যু ও সমাধি নিজেদের চোখে দেখে যে সমস্ত স্ত্রীলোক দুঃখে ভেঙ্গে পড়েছিল, তারা বিশ্রামবার শেষ হলে, শনিবার সন্ধ্যা থেকেই যীশুর কবরে যাবার প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিল। কারণ, শুক্রবার বিকালে যখন যীশুর দেহকে কবরের মধ্যে রাখা হয়, তখন তারা যীশুর দেহে সুগন্ধি বা অগুরু (মশলা) মাখাতে পারেনি। আবার শুক্রবার সন্ধ্যা থেকে বিশ্রামবার শুরু হয়ে যাওয়ায়, তারা কোনও কাজ করতে পারেনি। তাই, শনিবার সন্ধ্যা হলে, যখন বিশ্রামবার শেষ হল, তখন তারা প্রয়োজনীয় কেনাকাটা সেরে যীশুর দেহে লাগাবার জন্য গন্ধরস ও অগুরু যোগাড় করল। দুঃখে ভেঙ্গে যাওয়া হৃদয় ও মনে হাজার প্রশ্ন নিয়ে তারা রবিবার ভোরে যীশুর কবরের উদ্দেশে রওনা দিল। আর এরা হল মগ্দলীনী মরিয়ম, যাকোব ও যোহনের মা মরিয়ম, যোহান্না, শালোমী, ও অন্য কয়েকজন স্ত্রীলোক (মথি ২৮:১, মার্ক ১৬:১, লূক ২৪:১০)।

তারা যদিও বুকভরা এই আশা নিয়ে যীশুর কবরের উদ্দেশে যাত্রা করেছে যে, যীশুর মৃতদেহকে তারা কাছ থেকে দেখবে, তাঁর মৃতদেহে বিভিন্ন সুগন্ধি ও মশলা মাখাবে, কিন্তু যে প্রশ্ন তারা একে অন্যকে করছে, তা হল, *"কে আমাদের জন্য কবরের মুখ থেকে পাথরখানি সরিয়ে দেবে?"* (মার্ক ১৬:৩)। কারণ, শুক্রবার বিকেলে যখন যীশুর মৃতদেহকে অরিমাথিয়ার যোষেফ কাপড়ে জড়িয়ে পাথরের গায়ে খোঁড়া কবরের মধ্যে রেখে দেয়, তখন তারা দেখেছে, সেই কবরের মুখে একটা বড় পাথর গড়িয়ে দেওয়া হয়েছে (মথি ২৭:৫৭-৬১)। কেবল তাই নয়, কবর থেকে যীশুর দেহ যাতে তাঁর শিষ্যরা চুরি করতে না পারে, তার জন্য কবরের মুখের সেই পাথরে রোমীয় শাসনকর্তার মুদ্রাঙ্ক করা হয়েছে এবং সৈন্যরা তা পাহাড়া দিচ্ছে (মথি ২৭:৬৫-৬৬)।

কিন্তু যে বিষয়ে তারা কল্পনা পর্যন্ত করতে পারেনি, তারা তারই মুখোমুখি তারা হল। হঠাৎ এক মহা-ভূমিকম্প হল (মথি ২৮:২), যেমন দু'দিন আগে ক্রুশের উপর যীশুর মৃত্যুর সময় হয়েছিল (মথি ২৭:৫১)। স্ত্রীলোকদের কবরে পৌঁছানোর আগে এই ভূমিকম্পের সময় কবরে আরও একটা ঘটনা ঘটে গেল, আর তা হল, স্বর্গ থেকে প্রভুর এক দূত নেমে এল (মথি ২৮:২)। সেই স্বর্গদূতের বিদ্যুতের ন্যায় উজ্জ্বলতা ও হিমের ন্যায় শুভ্রবর্ণ পোষাক দেখে ভয়ে প্রহরীদের প্রায় মারা পড়ার উপক্রম হল (মথি ২৮:৩-৪)। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে তারা দেখল, সেই স্বর্গদূত অনায়াসে কবরের মুখের সেই মস্ত বড়ো পাথরটাকে তার খাঁজে গড়িয়ে মুখ থেকে সরিয়ে দিল এবং তার উপর বসল (মথি ২৮:২)।

স্ত্রীলোকেরা কিন্তু এই ভূমিকম্প দেখে ভয়ে পেয়ে ঘরে ফিরে যায়নি, তারা সাহস ভরে কবরের কাছে এসে যখন উপস্থিত হল, তখন সবই শান্ত। স্ত্রীলোকদের মধ্যে মগ্দলীনী মরিয়ম সবার আগে কবরের কাছে এসে উপস্থিত হল। কবরের কাছে এসে সে একটু অবাক হয়ে গেল, কারণ সে দেখতে পেল, যে সমস্ত রোমীয় সৈন্য সেই কবর পাহাড়া দিচ্ছিল, তারা সবাই পালিয়েছে এবং কবরের মুখ থেকে পাথরখানিও সরিয়ে রাখায়, কবরের মুখ হাঁ করে খোলা। যখন অন্য স্ত্রীলোকেরাও কবরের কাছে এসে পৌঁছাল, তখন তারা সকলে সেই কবরের ভিতরে প্রবেশ করল। তারা যদিও কবরের মধ্যে যীশুর মৃতদেহকে দেখতে পাবার আশা

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

করেছিল, কিন্তু তা সেখানে নেই। পরিবর্তে, তারা দেখতে পেল, যীশুর দেহ যেখানে রাখা হয়েছিল, সেখানে সেই স্বর্গদূত বসে আছে। সে যে স্বর্গদূত, তা তারা প্রথমে বুঝে উঠতে পারেনি। তারা ভেবেছিল সে সাদা কাপড় পরা একজন সাধারণ যুবক (মার্ক ১৬:৫)। পরে সে যখন উঠে দাঁড়াল, তখন তারা তার পাশে আরও একজন ব্যক্তিকে, তথা স্বর্গদূতকে দেখতে পেল (লূক ২৪:৪)। স্বর্গদূতদের সেই উজ্জ্বল আকারের প্রতি তারা তাকাতে পাড়ল না, তারা ভয়ে মাটির দিকে মুখ নিচু করল (লূক ২৪:৫)।

তখন প্রথম স্বর্গদূতটি তাদের বলল, *"তোমরা মৃতদের মধ্যে কেন জীবিতের অন্বেষণ করছ? তিনি এই স্থানে নেই, কিন্তু তিনি মৃত্যু থেকে জীবিত হয়েছেন। গালীলে তিনি যখন ছিলেন, তখন তিনি তোমাদের কী বলেছিলেন, তা মনে কর। তিনি তো তোমাদের বলেছিলেন, মনুষ্যপুত্রকে পাপীদের হাতে সমর্পিত হতে হবে, ক্রুশারোপিত হতে হবে, এবং তৃতীয় দিনে উঠতে হবে* (লূক ২৪:৫-৬)। *তাই, তোমরা তাঁর শিষ্যদের ও পিতরকে গিয়ে বল, তিনি তোমাদের আগে গালীলে যাচ্ছেন, যেমন তিনি তোমাদের বলেছিলেন"* (মার্ক ১৬:৭)।

স্ত্রীলোকেরা নির্বাক হয়ে, ভয়ে ও বিস্ময়ে কাঁপতে শুরু করল। কবর থেকে বেরিয়েই তারা পিতর ও অন্য ১০জন শিষ্যর কাছে ছুটে গেল। মগ্দলীনী মরিয়ম পিতর ও যোহনের কাছে গিয়ে বলল, *"লোকে প্রভুকে কবর থেকে তুলে নিয়ে গেছে, তাঁকে কোথায় রেখেছে, আমরা জানি না"* (যোহন ২০:২)। অন্য স্ত্রীলোকেরাও অন্য শিষ্যদের কাছে ছুটে গেল এবং যে যার সাক্ষাৎ পেল, তার কাছে সেই সংবাদ দিল (লূক ২৪:৯-১০)। কিন্তু তারা যখন সেই সমস্ত স্ত্রীলোকের মুখে এই কথা শুনল, তাদের কাছে তা গল্প মনে হল, তাদের কথায় কেউই বিশ্বাস করল না (লূক ২৪:১১)।

কিন্তু পিতর শেষ পর্যন্ত উপলব্ধি করল যে, বিস্ময়কর কিছু নিশ্চয়ই ঘটেছে, আর তাই তা নিজের চোখে দেখতে ইচ্ছা করল। তাই পিতর গলগথার সেই উদ্যানের উদ্দেশে (যোহন ১৯:৪১) দৌড় শুরু করল, যে উদ্যানের একটি নতুন কবরে যীশুর দেহকে রাখা হয়েছিল। পিতরের সঙ্গে যোহনও একসঙ্গে দৌড় শুরু করে, কিন্তু অপেক্ষাকৃত বয়স্ক পিতরকে অতিক্রম করে যোহন প্রথমে কবরের কাছে পৌঁছায়। কবরের কাছে আগে পৌঁছে যোহন হেঁট হয়ে কবরের ভিতরে দেখল, কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করল না। যোহনের চোখে পড়ল শুক্রবার বিকালে অরিমাথিয়ার যোষেফ ও নীকদিম যে সমস্ত কাপড় যীশুর শরীরে জড়িয়েছিল, সেগুলি কবরে পড়ে আছে (যোহন ২০:৪-৫)। একটু পরে পিতর কবরের কাছে এসে উপস্থিত হল এবং যোহনকে অতিক্রম করে সরাসরি কবরে প্রবেশ করল। কবরের বাইরে থেকে যোহন যীশুর দেহে জড়ানো যে সমস্ত কাপড় দেখেছিল, পিতর সেগুলি ভালো করে পরীক্ষা করে দেখল। পিতরকে অনুসরণ করে যোহনও কবরের ভিতরে প্রবেশ করল এবং যীশু তাঁর মৃত্যুর পূর্বে পুনরায় জীবিত হবার যে কথা বলেছিলেন, তা যোহনের মনে পড়ল। যোহন দেখল, যীশুর কথা যোহনের মনে পড়ল এবং যোহন বিশ্বাস করল (যোহন ২০:৮-৯)।

পিতর ও যোহন যে পথে কবরে এসেছিল, তারা আবার সেই পথে অন্য ৯জন শিষ্যের কাছে ফিরে গেল, তাদেরকে সবিস্তারে এই খবর দিতে। এই সময় যে মগ্দলীনী মরিয়ম পুনরায় কবরের কাছে ফিরে আসছে, তা পিতর ও যোহন বুঝতে পারেনি। যাইহোক, মগ্দলীনী মরিয়ম যখন কবরের কাছে পুনরায় এসে উপস্থিত হল, সে সেখানে দাঁড়িয়ে কাঁদতে শুরু করল। তার এই কান্না একাধারে শ্রদ্ধা, বিস্ময়, ভয় ও আনন্দের কান্না। কাঁদতে কাঁদতে মরিয়ম হেঁট হয়ে কবরের দিকে তাকাল, আর এই সময় তার চোখে পড়ল, যীশুর মৃতদেহ যেখানে রাখা হয়েছিল, তার মাথার কাছে ও পায়ের কাছে সাদা কাপড় পরা দু'জন স্বর্গদূত বসে আছে (যোহন ২০:১১-১২)।

স্বর্গদূতদের মধ্যে একজন মরিয়মকে প্রশ্ন করল, *"নারি, কাঁদছ কেন?"* এর আগের বার মরিয়ম এত ভয় পেয়েছিল যে কোনও কথাই বলতে পারেনি, কিন্তু এবারে সে উত্তর দিয়ে বলল, *"লোকে আমার প্রভুকে নিয়ে গেছে, কোথায় রেখেছে, জানি না"* (যোহন ২০:১৩)। ঠিক এই সময় যীশু নিজে মরিয়মের পিছনে কবরের বাইরে মুখের কাছে এসে উপস্থিত হন। মরিয়ম পিছন ফিরে তাঁকে দেখতে পেল কিন্তু তিনি যে যীশু তা উপলব্ধি করতে পারল না (যোহন ২০:১৪)।

এই সময়, স্বর্গদূতেরা মরিয়মকে যে প্রশ্ন করেছিল, যীশুও মরিয়মকে সেই একই প্রশ্ন করলেন, *"নারি,*

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

কাঁদছ কেন?'' কিন্তু তিনি তার সঙ্গে আরও যোগ করলেন, *"কার খোঁজ করছ?''* তখন মরিয়ম তাঁকে সেই বাগানের মালি মনে করে, তার কান্না থামিয়ে উত্তর দিল, *"মহাশয়, আপনি যদি তাঁকে নিয়ে গিয়ে থাকেন, আমাকে বলুন, তাঁকে কোথায় রেখেছেন। আমি তাঁকে নিয়ে যাব''* (যোহন ২০:১৫ পদ)। এই সময় মরিয়মের কানে আসল, সেই ব্যক্তি তার অতি পরিচিত স্বরে তার নাম ধরে ডাকছে, ''মরিয়ম।'' সেই স্বর কার, তা বুঝে উঠতে মরিয়মকে বিন্দুমাত্র অপেক্ষা করতে হয়নি, এ যে তার অতি পরিচিত তার প্রভুর গলার স্বর। তাই, মরিয়ম ফিরে চীৎকার করে তার প্রভুকে ''গুরু/শিক্ষক'' বলে সম্মোধন করল (১৬ পদ)।

গুরুকে দেখতে পেয়ে আনন্দে মরিয়ম যীশুকে স্পর্শ করতে এগিয়ে গেল। কিন্তু যীশু তাকে বললেন, *"আমাকে স্পর্শ কোরো না, কারণ আমি এখনও ঊর্ধ্বে আমার পিতার কাছে যাইনি। কিন্তু আমি চাই, তুমি আমার শিষ্যদের কাছে যাও ও তাদের বল, যিনি আমার পিতা ও তোমাদের পিতা, যিনি আমার ঈশ্বর ও তোমাদের ঈশ্বর, আমি তাঁর কাছে ফিরে যাচ্ছি''* (১৭ পদ)। তখন মরিয়ম যীশুর অন্য শিষ্যদের কাছে ছুটে গেল এবং তাদের কাছে সেই অবিশ্বাস্য সত্য সংবাদ পৌঁছে দিল, *"আমি প্রভুকে দেখেছি, তিনি জীবিত! আমি তাঁকে দেখেছি, আমি তাঁর কথা শুনেছি, আমি তাঁকে স্পর্শ করেছি! তিনি আমাকে বলেছেন যে তিনি পিতার কাছে ফিরে যাচ্ছেন''* (১৮ পদ)। কিন্তু তাদের কেউই তার কথা বিশ্বাস করল না (মার্ক ১৬:১১)।

আবার অন্য স্ত্রীলোকেরা যখন যীশুর শিষ্যদের খবর দিতে কবর থেকে ফিরে যাচ্ছিল, তখন পথে হঠাৎ যীশু তাদের দেখা দিয়ে বললেন, *"তোমাদের মঙ্গল হোক''* (মথি ২৮:৯)। তখন তারা তাঁর কাছে এসে তাঁকে প্রাণাম করল। কিন্তু তাদের চোখে মুখে ভয় ও বিস্ময়ের চিহ্ন দেখে যীশু তাদের বললেন, *"ভয় কোরো না। আর তোমরা আমার শিষ্যদের কাছে যাও ও তাদের বল, তারা যেন গালীলে যায়, কারণ সেখানে তারা আমাকে দেখতে পাবে''* (মথি ২৮:১০)।

একইসঙ্গে অনেক ঘটনা ঘটছিল। যে রোমীয় সৈন্যরা যীশুর কবর পাহাড়া দিচ্ছিল এবং যারা সেই ভূমিকম্প ও স্বর্গদূতের সাক্ষী ছিল, তারা সেই সমস্ত ঘটনার কথা যাজকদের বলতে তাড়াতাড়ি নগরে ফিরে গেছিল। তারা নগরে ফিরে গিয়ে যাজকদেরকে বলল, *"গল্‌গথার যে বাগানে নাসরতীয় যীশুর দেহকে কবরের মধ্যে রাখা হয়েছিল, আমরা সেই কবর পাহাড়া দিচ্ছিলাম। আর হঠাৎ এক মহা-ভূমিকম্প হল, তখন এক স্বর্গদূত এসে কবরের মুখ থেকে সেই মস্ত বড় পাথরটা সরিয়ে দিল। আমরা প্রচণ্ড ভয় পেলাম, তথাপি আমরা কবরের ভিতরে আমাদের চোখ দিলাম। কিন্তু দেখতে পেলাম কবর শূন্য, যীশুর দেহ সেখানে নেই। সেখানে অন্য কেউই আসেনি, কেউই তার দেহ চুরি করেনি। কিন্তু তাঁর দেহ সেখানে নেই। মনে হয়, তাঁর মৃত্যুর আগে তিনি যে কথা বলেছিলেন, তা সত্য হয়েছে, তিনি পুনরায় জীবিত হয়েছেন''* (মথি ২৮:১১)।

প্রধান যাজক ও প্রচীনরা তখন তাড়াতাড়ি একটি গোপন মিটিং ডাকল। বিভিন্ন সাক্ষ্য ও প্রমাণের মুখোমুখি হয়ে তারা উপলব্ধি করল যে, তারা ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত করে যাঁকে রোমীয়দের হাতে তুলে দিয়ে হত্যা করেছে, তিনি স্বয়ং ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাত মশীহ। আর তা উপলব্ধি করার পর, তারা এই সত্যকে চাপা দেবার ব্যবস্থা করল। সেই সমস্ত সৈন্যকে অনেক টাকা ঘুষ দিয়ে এই মিথ্যা কথা বলতে তাদের রাজী করাল যে, *"মধ্য রাতে তারা যখন ঘুমিয়ে পড়েছিল, তখন যীশুর শিষ্যরা এসে যীশুর দেহ চুরি করে নিয়ে গেছে।''* তারা তাদের আরও আশ্বাস দিল যে, রোমীয় শাসনকর্তা পিলাত যদি এ বিষয়ে (পাহাড়া দেবার পরিবর্তে ঘুমানোর জন্য) তাদের দোষী করে, তাহলে সেই সমস্ত ধর্মীয় নেতা তাকে বুঝিয়ে বলবে, তাদের চিন্তা করার কিছু নেই (মথি ২৮:১২-১৪)।

সেই সমস্ত সৈন্য খুবই বিপদে পড়েছিল, তাদের কী করা উচিৎ, তা ঠিক করা খুবই কঠিন কাজ ছিল। কারণ, সৈন্য হিসাবে পাহাড়া দেবার সময় ঘুমানো ছিল মস্ত বড় অপরাধ, যার শাস্তি ছিল মৃত্যু। এখন, মৃত্যুর পরিবর্তে টাকাকে বেছে নেওয়া সহজ কাজ নয়। কিন্তু আবার, তারা ভেবেছে, যদি তারা দোষী সাব্যস্ত না হয়, তাহলে সেই টাকা তাদের বিত্তবান করবে। পিলাত হয়ত তাদের সেই অপরাধের কথা কখনও জানতেই পারবে না। হয়ত, এই সমস্ত ইহুদি নেতা তাদের বাঁচিয়ে দেবে। যাইহোক, শেষ পর্যন্ত তারা সেই ঘুষ গ্রহণ করেছিল এবং আশা করেছিল যে, কেউ কখনও

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

তাদেরকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করবে না।

পরে যখন যীশুর পুনরুত্থানের কথা জেরুশালমে রটে গেছিল, তখন ইহুদি ধর্মীয় নেতারা প্রতিবাদ করে বলেছিল যে, যীশুর শিষ্যরা যীশুর দেহ চুরি করেছে। তাদের এই কথার পক্ষে তারা সেই সমস্ত সৈন্যকে সাক্ষী হিসাবে ব্যবহারও করেছিল (মথি ২৮:১৫)। কিন্তু মজার বিষয় হল, সৈন্যদের না জাগিয়ে যীশুর শিষ্যরা কীভাবে কবরের মুখের সেই পাথরখানা সরিয়েছিল? কারণ সেই পাথর ছিল প্রায় ১,০০০ কেজি ওজনের। আবার, সৈন্যরা যদি ঘুমিয়েই থাকে, তাহলে যীশুর দেহ কারা চুরি করেছে, তা তারা জানল কীভাবে?

অন্যদিকে, (১) যীশুর শিষ্যদের কি এত সাহস ছিল যে, তারা যীশুর দেহ চুরি করতে পারে? আমরা তাদের দেখেছি, যীশুকে যখন গ্রেফতার করা হয়, তখন তারা সকলেই লেজ গুটিয়ে পালিয়েছিল, পিতর যদিও কিছু দূর গিয়েছিল, কিন্তু ভয়ে ৩-বার যীশুকে অস্বীকার করেছিল। কেবল তাই নয়, যীশুর কবরের মুখের পাথরটিতে রোমীয় শাসনকর্তার মুদ্রাঙ্ক করা হয়েছিল। যার অর্থ শাসনকর্তার অনুমতি ছাড়া যদি কেউ সেই পাথর সরাত, তাহলে তার মৃত্যুদণ্ড ছিল অনিবার্য। শিষ্যদের কি এত সাহস ছিল? (২) তারা যদি যীশুর দেহ চুরি করে থাকত, তাহলে কি তাঁকে চুরি করার সময় তাঁর দেহে জড়ানো সেই সমস্ত মসীনা কাপড় তারা কবরের মধ্যে খুলত? (৩) যাইহোক, তবুও যদি শিষ্যরাই যীশুর দেহ চুরি করেই থাকে, তাহলে তার অর্থ, পবিত্র আত্মার অবতরণের পর তারা শক্তিপ্রাপ্ত হয়ে যে কথা প্রচার করেছে, যে প্রচারের কেন্দ্রীয় বিষয় ছিল যীশুর পুনরুত্থান (প্রেরিত ২:২৪, ৩২; ৪:১০), তা ছিল ডাঁহা মিথ্যা। এখন তারা যদি জেনেশুনে এই মিথ্যা প্রচার করত, তাহলে তাদের সেই কথা প্রচারের জন্য তারা যখন সাক্ষ্যমরের মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছিল, তখন কি তারা সেই মৃত্যু আনন্দ সহকারে গ্রহণ করতে পারত? না, তা কখনও সম্ভব ছিল না। *"যীশু মারা গেছেন, তিনি কখনও পুনরুত্থিত হননি, আমরা তাঁর দেহ চুরি করেছি,"* এই কথা বলে তারা তাদের প্রাণ বাঁচাত। তারা সকলে কখনও একটা মিথ্যার জন্য মরতে পারত না।

এখন প্রশ্ন হল, যীশু যদি পুনরুত্থিত না হয়ে থাকেন, তাহলে যীশুর দেহ গেল কোথায়? ইহুদি ধর্মীয় নেতারা কি তা চুরি করেছে? তা যদি তারা করত, তাহলে যীশুর শিষ্যরা যখন তাদের প্রচারে এই কথা বলেছে, ***"ঈশ্বর তাঁকে মৃতদের মধ্য থেকে উঠিয়েছেন,"*** তখন সেই কথা মিথ্যা প্রমাণিত করতে সেই সমস্ত ইহুদি নেতা তাদের চুরি করা যীশুর মৃতদেহ নিয়ে রাস্তার মিছিল করে, শিষ্যদের কথা যে মিথ্যা, তা প্রমাণ করত।

কবরের মুখ থেকে পাথর সরবার সঠিক ব্যাখ্যা কী? এর একমাত্র ও যথার্থ ব্যাখ্যা হল, যীশু তাঁর মৃত্যুর পূর্বে যেমন তাঁর শিষ্যদের বলেছিলেন, এবং সেই স্বর্গদূতেরা যীশুর কবরে সমবেত স্ত্রীলোকদের যে কথা বলেছিল, সেই কথা মতো যীশু মৃত্যুকে জয় করে পুনরুত্থিত হয়েছেন। কিন্তু তাঁর শারিরীক পুনরুত্থানের জন্য কি কবরের মুখের পাথর সরাবার প্রয়োজন ছিল? না, সে প্রয়োজন তাঁর ছিল না। কারণ, তাঁর পুনরুত্থানের শরীর দরজা-বন্ধ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করতে পারত। তথাপি, কবরের পাথর সরান হয়েছিল, যেন তাঁর শিষ্যরা, সেই স্ত্রীলোকেরা, তথা তাঁর সন্তান আমরা তা দেখে জানতে পারি ও বিশ্বাস করি যে, তিনি আমাদের শেষ শত্রু, তথা মৃত্যুকে জয় করেছেন, জীবিত হয়েছেন, আমাদেরও সেই বিজয় দিয়েছেন।

তাই, বিশ্বাসী আমরা মৃত্যুকে ভয় পাই না। মৃত্যু যখন অবিশ্বাসীদের পাপের শাস্তি, তখন বিশ্বাসী আমরা জানি যে, খ্রীস্ট ইতিমধ্যে আমাদের পাপের শাস্তি, যে মৃত্যু আমাদের পাওনা ছিল, তা তিনি আমাদের পরিবর্তে মরেছেন। তাই, সেই পাপের জন্য আবার আমাদের মরতে হবে না। পরিবর্তে, বিশ্বাসী আমাদের কাছে মৃত্যু হল, পৃথিবীতে আমাদের প্রবাসকাল শেষ করে আমাদের অনন্ত আবাস, তথা আমাদের পিতার গৃহে প্রত্যাবর্তন, যেখানে আমরা চিরকাল তাঁর সান্নিধ্যে অনন্ত সুখ ভোগ করব। যীশুর দ্বিতীয় আগমনের দিন পর্যন্ত সেই সুখ যদিও আমরা কেবল আমাদের আত্মাতে ভোগ করব, কিন্তু তাঁর দ্বিতীয় আগমনে আমাদের দেহও পুনরুত্থিত হবে এবং তা আমাদের আত্মার সঙ্গে মিলিত হয়ে পূর্ণ মানুষ হয়ে আমরা অনন্তকালীন স্বর্গসুখ ভোগ করব। যীশুর পুনরুত্থানে বিশ্বাস আমাদের এমন মহান আশীর্বাদের পথ খুলে দিয়েছে।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com